দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ NOV. 06. 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের ৮ দফা

শিক্ষা প্রশাসনে রাজনৈতিক নিয়োগ বাতিলের দাবী

ওসমান ফারুকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

াফ রিপোর্টার

াগামী অর্থবছর থেকে বর্ধিত ১০ শতাংশ বেতন শর্তসাপেক্ষে কার্যকর করা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ত্যাখ্যান করে নিঃশর্তভাবে আগামী মাস থেকে শতভাগ বেতন প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার আদেশ বাতিল, সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের দলীয় াকদের দ্বারা গঠিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ভেঙে দিয়ে শিক্ষাবিদ শিক্ষা অনুরাগীদের সমন্বয়ে পরিচালনা কমিটি

৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রশাসনে রাজনৈতিক

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ঠন।...ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে দেয়া রাজনৈতিক বিবেচনায় স্কুল-কলেজের এমপিও এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল, রাজনৈতিক বিবেচনায় অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত শিক্ষক- কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড ভেঙে পুনর্গঠনসহ শিক্ষাখাতে ৮ দফা বাস্তবায়নের দাবী জানিয়েছে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যতম বৃহৎ মোর্চা বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ। গতকাল (রোববার) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে পরিষদ নেতাদের পক্ষে প্রিন্সিপাল এম এ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক- কর্মচারীর দুর্বার আন্দোলনের মুখে বেগম খালেদা জিয়া সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর না করেই বিদায় নিয়েছে। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নিঃশর্তভাবে বর্ধিত ১০ শতাংশ বেতন প্রদানের ঘোষণা দিলেও বড় ধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়েছেন। নোংরা চাল চেলেছেন। মাত্র ৫% কার্যকর করে বাকি ৫% পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রীর কাঁধে চাপিয়েছেন। তাও আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। প্রিন্সিপাল এম এ আউয়াল ওই প্রজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষকদের সাথে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

পরিষদ নেতা ও বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ক. ম. আখতারুজ্জামান বলেছেন, বিগত পাঁচ বছরের চারদলীয় জোট সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিএনপি-জামায়াত দলীয় কর্মী-ক্যাডার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। জোট সরকার হীনস্বার্থে অধিকাংশ সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অগণিত অভিজ্ঞ শিক্ষক- কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছে। তিনি বেসরকারী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ড ভেঙে দিয়ে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠন এবং অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত ও এমপিও বাতিলকৃত নকল শিক্ষক- কর্মচারীকে পুনর্বহালের দাবী জানান। সংবাদ সম্মেলনে ক্ষমতা ছাড়ার আগের দিন ৭ হাজারের বেশী অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদন উপেক্ষা করে দেয়া মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর এলাকাসহ ৮টি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অনুমোদন এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া দুটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিলের পাশাপাশি এ ধরনের কার্যকাণ্ডের উদ্দেশ্য উদঘাটনে অনুসন্ধানের দাবী জানানো হয়েছে। একই সাথে শিক্ষা প্রশাসনে রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া সকল নিয়োগ বাতিল, শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোয় রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগকৃত চেয়ারম্যানদের প্রত্যাহার করে অবিলম্বে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়ার দাবী জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে দেশে বিরাজমান বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিরোধী দলগুলোর আস্থা অর্জনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ করার দাবী জানানো হয়েছে। এ সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের মোর্চাভুক্ত অন্য সংগঠনসমূহের মধ্যে সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী ও বেসরকারী কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল মোঃ শাহজাহান আলম সাজু উপস্থিত ছিলেন।